ছোটদের

ইসলাম শিক্ষা

২

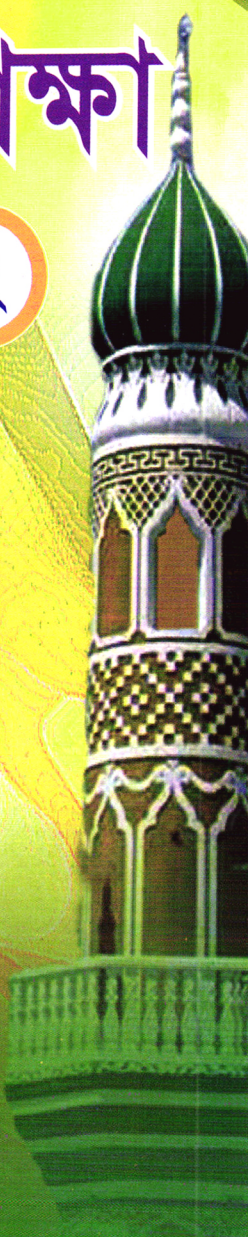

এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স

বাংলাদেশের সকল কিন্ডারগার্টেন, প্রিপারেটরি স্কুল এবং
মাদরাসাসমূহের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য উপযোগী

ছোটদের ইসলাম শিক্ষা

২

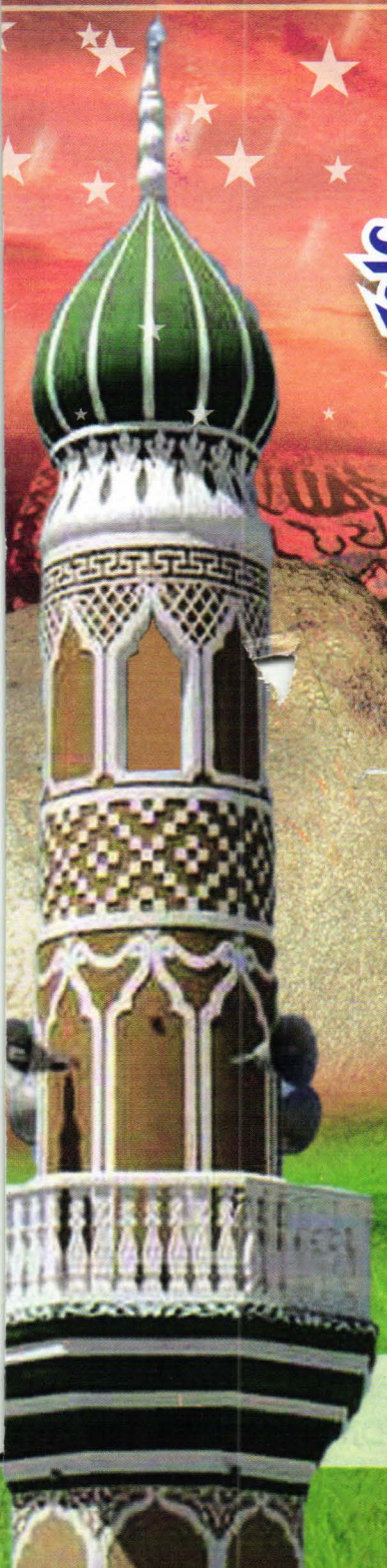

আবদুল মান্নান তালিব

এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স

www.pathagar.org

ছোটদের ইসলাম শিক্ষা-২

আবদুল মান্নান তালিব

প্রকাশনায় :

এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স

৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ০২৯৩৩০০২৩, ০২৪৮৯৫১৫৮৩

মোবাইল : ০১৭৯৯৫২৫৫১৪, ০১৭১০১৪৯৯২৬

ই-মেইল : educarepub18@gmail.com

ওয়েবসাইট: www.educarepub.com

[**গ্রন্থস্বত্ব :** লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৩ ঈসায়ি

৪৪ তম পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি-২০২১ ঈসায়ি

ডিজাইন :

মাসুদ রানা

মুদ্রণে :

কোয়ালিটি কেয়ার প্রিন্টিং

নয়াপল্টন, ঢাকা।

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

CHHOTADER ISLAM SHIKKAH by Abdul Mannan Talib

Publishid by Educare Publications, Dhaka

www.pathagar.org

প্রকাশকের কথা

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয় ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে এ অবক্ষয় প্রকট। এর ফলে সামাজিক সমস্যাও প্রকট হচ্ছে। এর মূল কারণ নৈতিক ও ইসলামী শিক্ষার অনুপস্থিতি বলেই আমরা মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার বাস্তব তেমন কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে পড়ালেখা করে জ্ঞান অর্জন করে শিক্ষিত হয়ে বের হলেও নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন সুনাগরিক হয়ে বের হচ্ছে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স দীর্ঘদিন থেকে কাজ করে আসছে। এ জন্য এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স শিশুদের নৈতিকমান ও ধর্মীয় অনুভূতিসম্পন্ন করে গড়ে তোলার উপযোগী বই-পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করে আসছে। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ লেখক ও গবেষক মরহুম আবদুল মান্নান তালিব রচিত **"ছোটদের ইসলাম শিক্ষা-২"** বইটি এর মধ্যে অন্যতম। এ বইটির মাধ্যমে কোমলমতি শিশুরা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে স্বচ্ছ ও সঠিক ধারণা লাভ করার সুযোগ পাবে।

এডুকেয়ার পাবলিকেশন্স এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় মরহুম অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আবদুর রব ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই এ বইটি প্রকাশ করে শিশুদের হাতে তুলে দিয়ে জাতির এক বিরাট খেদমত করেছেন।

বিভিন্ন পরামর্শের আলোকে বর্তমানে বইটিকে আরো পরিমার্জিত ও কলেবর বৃদ্ধি করে আকর্ষণীয় করে প্রকাশ করা হয়েছে। বইটি দেশের খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সহায়ক পাঠ্য বই হিসেবে পড়ানো হচ্ছে। শিশুদের ইসলাম শেখা ও মেনে চলার ক্ষেত্রে বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ড. মো: ইকবাল হোসাইন ভূঁইয়া

www.pathagar.org

শিক্ষকদের জন্য

এ পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা হবে একেবারে ছোট্ট শিশু। বয়স পাঁচ কি ছয় বছর। ইতিপূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ে একখানা বই তারা পড়ে এসেছে। বর্তমান আর্থ সামাজিক অবস্থায় বাড়িতে সবার হয়তো এমন পরিবেশ নেই যেখানে ইসলামের মৌলিক আকীদা বিশ্বাস এবং ইসলামী আচার ব্যবহার ও চরিত্র গঠনের মতো উপাদান সহজে হাতের কাছে পাওয়া যায়, যার ফলে এই শিশুরা যথার্থ ও খাঁটি মুমিন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। তাই এই মহান ও কঠিন দায়িত্ব শিক্ষকগণকে গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষিকা কেবল তাদের শিক্ষাগুরুই হবেন না বরং আধ্যাত্মিক পিতামাতাও হবেন। গভীর স্নেহ ও যত্ন সহকারে তাদেরকে ইসলামের সঠিক প্রাণশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।

তাদের মানসিক গঠনের প্রস্তুতিপর্ব এখান থেকেই শুরু। কাজেই এই পর্যায়ে ইসলামের আকীদা বিশ্বাস তাদের মনে যত দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া হবে তত তারা শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে যেতে পারবে। তাদের চরিত্রে ঈমানী দৃঢ়তা ততবেশী ফুটে উঠবে। এজন্য সব রকমের আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলো তাদের মানসপটে গেঁথে দিতে হবে। ছোটদের ইসলাম শিক্ষা প্রথম ভাগের তুলনায় দ্বিতীয় ভাগে কিছুটা বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। শিক্ষকগণ এগুলো নিয়ে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করবেন।

এ বইতে সূরাগুলোর কিছু শব্দার্থসহ অনুবাদ দেয়া হলো। যাতে শিক্ষার্থীরা সূরার পূর্ণাঙ্গ অর্থ না বুঝলেও মর্ম বুঝতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু তা শিক্ষকদের জন্য ও সাহায্যকারী হয়। শুধু আলোচনার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে পঠিত বিষয়গুলোকে বাস্তবে অনুশীলন করতে হবে, যাতে পড়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীরা সেগুলো আমল করতে শিখে ও অভ্যস্ত হয়।

সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, শিক্ষকদের আচার-আচরণের প্রভাব ছাত্রদের চরিত্রে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। কজেই শিক্ষকগণকে ছাত্রদের সামনে আদর্শ হিসেবে পেশ করতে হবে।

www.pathagar.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পাঠ

কালেমা তাইয়্যিবা

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর রাসূল।

কালেমা শাহাদাত

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ
وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

অর্থ ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

www.pathagar.org

ঈমানের বিষয়গুলো সংক্ষেপে

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِاَسْمَآئِهٖ وَصِفَاتِهٖ وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ ۞

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, যেভাবে তিনি নিজের নাম ও গুণাবলীসহ বিদ্যমান। আর আমি কবুল করলাম তাঁর সমস্ত আদেশ।

ঈমানের বিষয়গুলো বিস্তারিত আকারে

اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ ۞

অর্থ ঃ আমি ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর, তাঁর রাসূলগণের উপর, আখিরাত দিবসের উপর, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা ভাগ্যের ভালো মন্দের উপর এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে উঠার উপর।

অনুশীলনী

প্রশ্ন ঃ কালিমা তাইয়্যিবা আরবীতে লিখ?

প্রশ্ন ঃ কালিমা শাহাদাত অর্থসহ বাংলায় লিখ।

প্রশ্ন ঃ ঈমানের বিস্তারিত বিষয়গুলো কয়টি ও কি কি?

www.pathagar.org

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহ

আল্লাহ এক।

আল্লাহর কোন শরীক নেই।

আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর কোন সন্তান নেই, তিনিও কারো সন্তান নন।

আল্লাহর সমকক্ষ কেউ নেই।

আমাদের যা কিছু জানা আছে এবং যা কিছু জানা নেই সবই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ পরম দয়ালু।

আল্লাহ সবার প্রতিপালক।

আল্লাহ সব প্রাণীর আহার যোগান।

আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল।

www.pathagar.org

আল্লাহ মহাজ্ঞানী ।

আল্লাহ প্রকাশ্য ও গোপন সব কাজ দেখেন এবং জানেন ।

আল্লাহ সব কথা শুনতে পান ।

আল্লাহ সর্ব শক্তিমান ।

আল্লাহর নিদ্রা নেই, তন্দ্রাও নেই ।

সারা জাহান চালাতে আল্লাহর কোন কষ্ট হয় না ।

আল্লাহ 'হও' বললেই সব কিছু হয়ে যায় ।

আল্লাহ সকলের জীবন ও মৃত্যু দান করেন ।

আল্লাহ চিরজীবী, তাঁর মৃত্যু নেই ।

আল্লাহ আমাদের প্রভু, আমরা আল্লাহর বান্দা ।

আল্লাহর হুকুম মতো চললে তিনি খুশি হন ।

দুনিয়ার জীবন শেষে আল্লাহ আমাদের সমস্ত কাজের হিসেব নেবেন ।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ

প্রশ্ন : আমাদের প্রতিপালক কে?

প্রশ্ন : সব প্রাণীর আহার কে যোগান?

প্রশ্ন : কি করলে আল্লাহ খুশি হন?

প্রশ্ন : আমরা কার বান্দা?

প্রশ্ন : কে আমাদের সকল কাজের হিসেব নেবেন?

শূন্যস্থান পূরণ কর

ক) আল্লাহর কোন -------- নেই ।

খ) আল্লাহ ------- ও ------- সব কাজ দেখেন এবং জানেন ।

গ) আল্লাহর --------- নেই ------- ও নেই ।

www.pathagar.org

তৃতীয় পাঠ

ফিরিশতা

আল্লাহ অসংখ্য ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন।
ফিরিশতারা নূরের তৈরি।
আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরা যে কোন রূপ ধরতে পারেন।
ফিরিশতাদের কোন আহারের দরকার হয় না।
তাঁরা সব সময় আল্লাহর হুকুম পালনে ব্যস্ত আছেন।
তারা কখনো আল্লাহর হুকুম অমান্য করেন না।
ফিরিশতাদের সংখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।
প্রধান ফিরিশতা চারজন ঃ

হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মীকাঈল (আ.)
হযরত আজরাঈল (আ.) হযরত ইসরাফিল (আ.)।

হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর বাণী নবী রাসূলদের কাছে পৌঁছাতেন।
হযরত মিকাঈল (আ.) সকল প্রাণীর রুজি ভাগ বাঁটোয়ারা করেন।
হযরত আজরাঈল (আ.) সকল প্রাণীর জান কবজ করেন।
হযরত ইসরাফিল (আ.) বিশ্ব-জাহান ধ্বংসের জন্য আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন।
অন্যান্য ফিরিশতাও আল্লাহর হুকুমে নিজ নিজ কাজে সব সময় ব্যস্ত আছেন।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : ফিরেশতা কিসের তৈরি?
প্রশ্ন : প্রধান ফিরেশতা কয়জন? তাদের নাম লিখ।
প্রশ্ন : কোন ফিরিশতা সকল প্রাণীর জান কবজ করেন।

www.pathagar.org

চতুর্থ পাঠ

কিতাব

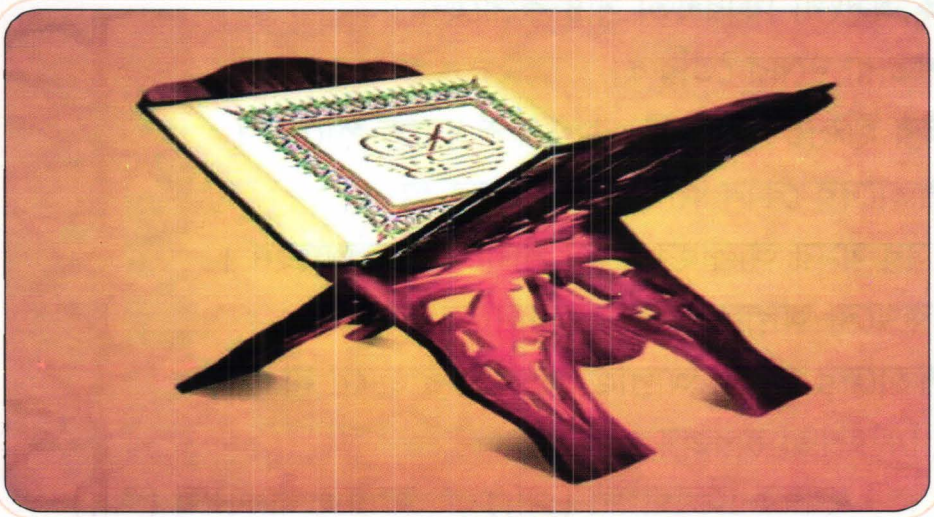

আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য বহু কিতাব পাঠিয়েছেন।
এই সব কিতাবের মধ্যে মানুষ কিভাবে চলবে তা বলা হয়েছে।
নবী রাসূলগণ সেই সব নিয়ম কানুন অনুযায়ী মানুষকে জীবন যাপন করতে শিখিয়েছেন।

প্রধান কিতাব চারখানা ঃ

তাওরাত যাবুর
ইনজিল কুরআন

তাওরাত নাযিল হয়েছিল হযরত মূসা (আ.) এর উপর।
যাবুর নাযিল হয়েছিল হযরত দাউদ (আ.) এর উপর।
ইনজিল নাযিল হয়েছিল হযরত ঈসা (আ.) এর উপর।
কুরআন নাযিল হয়েছে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উপর।

www.pathagar.org

কুরআন আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব।

কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য কিতাব হল আল-কুরআন।

কুরআনে মানুষের জীবন যাপনের সব নিয়ম কানুন দেয়া আছে।

কুরআনের হুকুম মেনে চললে মানুষের কল্যাণ হয়।

কুরআন ছাড়া অন্য পথে চললে মানুষের ক্ষতি হয়।

আমরা কুরআন পড়ব।

আমরা সবাই কুরআনের পথে চলবো।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য কি পাঠিয়েছেন?

প্রশ্ন : প্রধান কিতাব কয়খানা ও কি কি?

প্রশ্ন : কোন নবীর উপর কোন কিতাব নাযিল হয়?

প্রশ্ন : সর্বশেষ কিতাবের নাম কি?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) তাওরাত নাযিল হয়েছিল হযরত ------- (আ.) এর উপর।

খ) কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য কিতাব হল --------।

গ) আমরা সবাই ------- পথে চলবো।

www.pathagar.org

পঞ্চম পাঠ

নবী ও রাসূল

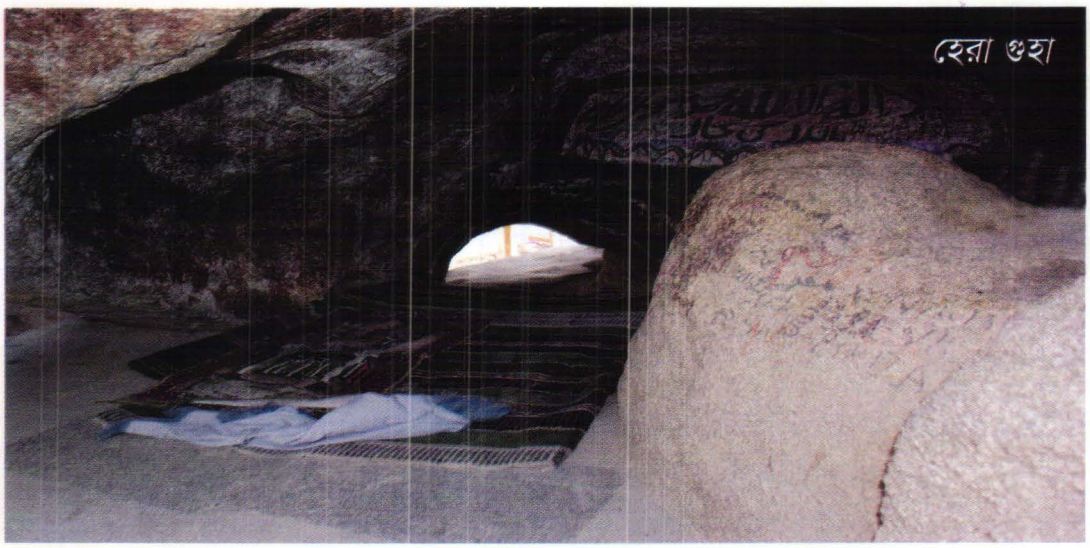

মানুষকে আল্লাহর পথে চালাবার জন্য আল্লাহ যাদেরকে পাঠিয়েছেন, তাঁরাই হলেন নবী ও রাসূল।

নবী রাসূলগণ মানুষকে ভাল কাজ করতে বলেছেন এবং খারাপ কাজ থেকে সাবধান করেছেন।

আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের হিদায়াতের জন্য বহু নবী পাঠিয়েছেন।

দুনিয়ার প্রথম মানুষ আদম (আ.) ছিলেন প্রথম নবী।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) সর্বশেষ নবী।

তাঁর পর আর কোন নবী আসবেন না।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আমাদের রাসূল।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কুরআনের নিয়ম কানুন অনুযায়ী আমাদের চলতে বলেছেন এবং কিভাবে মানতে হবে তা শিখিয়েছেন।

www.pathagar.org

কুরআনের সব নিয়ম কানুনকে এক কথায় ইসলাম বলে ।
যারা ইসলাম মেনে চলে তারা মুসলিম ।
আমরা ইসলাম মেনে চলি ।
তাই আমরা মুসলিম ।
আমরা রাসূলের উম্মত ।
রাসূল আমাদের নেতা ।
আমরা রাসূলের কথা মেনে চলবো ।

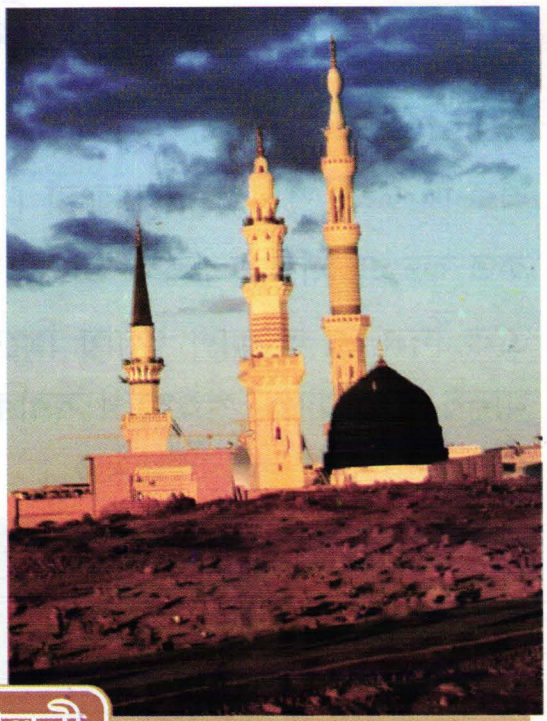

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : নবী রাসূল কারা?
প্রশ্ন : নবী রাসূলগণ মানুষকে কি বলেছেন?
প্রশ্ন : দুনিয়ার প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী কে?
প্রশ্ন : আমাদের রাসূল কে?
প্রশ্ন : ইসলাম কাকে বলে?

শূণ্যস্থান পূরণ কর ঃ

১. ---------- সর্বশেষ নবী ।
২. আমরা ---------- মেনে চলি ।
৩. আমরা ---------- উম্মত ।
৪. রাসূল আমাদের ---------- ।

www.pathagar.org

ষষ্ঠ পাঠ

আখিরাত

কত সুন্দর এই দুনিয়া!

এক দিন এই দুনিয়া থাকবে না।

কত বড় এ আকাশ। লক্ষ তারার ঝিলিমিলি এ আকাশে।

এক দিন এ আকাশ ধূলায় মিশে যাবে। সেদিন আকাশ, যমীন, মানুষ, গাছপালা, পশুপাখি সবকিছু শেষ হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না। সেদিনের নাম কিয়ামত।

সব মানুষ জীবিত হয়ে উঠবে আবার। আল্লাহ তাদের জীবিত করবেন। চরদিক থেকে ছুটে এসে সবাই সমবেত হবে হাশরের মাঠে।

www.pathagar.org

তারপর আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

তিনি সবার কাজের হিসেব নেবেন এবং ভাল মন্দের বিচার করবেন।

মৃত্যুর পর এই যে জীবন শুরু হবে, এটি আখিরাত। দুনিয়ায় যারা আল্লাহর হুকুম মত রাসূলের পথে চলবে, আখিরাতে তারা পাবে জান্নাত। সেখানে মানুষ নানা স্বাদের ফলমূল খাবে। যা চাবে তাই পাবে। সেখানে শুধু সুখ আর সুখ। সে সুখের শেষ নেই।

দুনিয়ায় যারা আল্লাহর হুকুম মত রাসূলের পথে চলে না আখিরাতে তাদেরকে জাহান্নামে ফেলা হবে। জাহান্নাম আগুনে ভরা। আগুণে তারা পুড়বে। অনেক কষ্ট হবে তাদের। জাহান্নামে শুধু কষ্ট আর কষ্ট। এ কষ্টের শেষ নেই।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : কিয়ামত কোন দিনের নাম?

প্রশ্ন : আখিরাতে কারা জান্নাত পাবে?

প্রশ্ন : কাদেরকে জাহান্নামে ফেলা হবে?

প্রশ্ন : জাহান্নাম কেমন জায়গা?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) এক দিন এ আকাশ -------- মিশে যাবে।

খ) মৃত্যুর পর এই যে -------- এটি আখিরাত।

গ) জাহান্নাম --------- ভরা।

www.pathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

ইসলামী আদব

হাঁচি ও তার জবাব

কোন সময় হাঁচি দিলে বলতে হয়- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আল্ হামদুলিল্লাহ)

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর ।

যারা শুনবে তাদেরকে বলতে হয়- يَرْحَمُكَ اللّٰهُ (ইয়ার হামুকাল্লাহ)

অর্থ ঃ আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন ।

সব ব্যাপারে আল্লাহর প্রশংসা

কোন ভাল কাজ করলে এবং ভাল কাজ করতে দেখলে বলতে হয়- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ।

জিজ্ঞাসার জবাব

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, কেমন আছো?

জবাবে বলতে হয়- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লাহ)

অর্থ ঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ।

কোন খারাপ কাজ দেখলে

ভুলে বা অসাবধানে কোন কাজ হয়ে গেলে, কোন খারাপ কাজ দেখলে বা খারাপ কথা শুনলে বলতে হয়- نَعُوْذُ بِاللّٰهِ (নাউযু বিল্লাহ)

অর্থ ঃ আমরা অল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি ।

www.pathagar.org

বড়দের প্রতি সম্মান এবং ছোটদেরকে আদর

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, "যে বড়দের সম্মান করে না এবং ছোটদেরকে আদর করে না, সে আমাদের দলের নয়।" তাই শিক্ষক, আব্বা-আম্মা, বড় ভাই-বোনসহ বড়দেরকে সম্মান করতে হবে। ছোট ভাই-বোন, পাড়া-প্রতিবেশীদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদেরকে আদর করতে হবে।

মুসলমান মুসলমানের ভাই

আল্লাহ কুরআনে বলেন, 'মুসলমানরা মুসলমানের ভাই'। প্রত্যেক মুসলমানকে আপন ভাইয়ের মত মনে করতে হবে। সে কালো হোক, ফর্সা হোক, গরীব হোক, ধনী হোক।

ভালো কাজে সাহায্য করা

নিজে যেমন ভাল কাজ করতে হবে, তেমনি অন্যের ভাল কাজে সাহায্য করতে হবে। এতে আল্লাহ খুশী হন।

মন্দ কাজে বাধা দেয়া

নিজে কখনও মন্দ কাজ করা যাবে না। এমনকি কেউ মন্দ কাজ করলে তাকেও সাহায্য করা যাবে না। খারাপ কাজে বাধা দিতে হবে। আল্লাহ মন্দ কাজে বাধা দেয়ার জন্য আমাদের আদেশ করেছেন।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : হাঁচির সময় কি বলতে হয়?

প্রশ্ন : খারাপ কথা শুনলে কি বলতে হয়?

প্রশ্ন : কাদেরকে সম্মান করতে হবে?

প্রশ্ন : কি করলে আল্লাহ খুশী হন?

www.pathagar.org

দ্বিতীয় পাঠ

নিয়ম শৃংখলা

প্রতিদিন ফজরের আজানের সাথে সাথেই ঘুম থেকে উঠতে হবে। এখনও ফর্সা হয়নি। আরও একটু লেপ কাথা মুড়ি দিয়ে থাকি। এমন করলে চলবে না।

জামা কাপড় পরিস্কার রাখবে। এজন্য অপরের উপর নির্ভর না করে নিজেই জামা কাপড় ধুয়ে নেবে।

নিজের জামা কাপড় আলনায় পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখতে হবে। আলনা না থাকলে রশি টাঙিয়ে বা একটার উপর আর একটা ভাঁজ করে রাখতে হবে। কোনমতেই এলোমেলো রাখা চলবে না।

বইপত্র, খাতা-পেনসিল, দোয়াত-কলম, এমনকি দাঁতের ব্রাশটিও ঠিক জায়গায় রাখতে হবে। পরে যেন বের করতে এক মিনিটও সময় নষ্ট না হয়।

সকালে কিছু নাস্তা খেয়ে ঠিক সময়মত পড়ার টেবিলে পড়তে বসতে হবে। খাবার ডান হাতে খাবে। বাম হাতে খাওয়া ও পান করা ঠিক নয়। বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করবে। পড়ার সময় অন্য কাজ করে পড়াশুনার ক্ষতি করা ঠিক নয়।

নিয়মিত পড়ালেখার জন্য সময় নির্দিষ্ট করতে হবে। সকালে সন্ধ্যায় নিয়মিত পড়ালেখা করতে হবে।

www.pathagar.org

প্রতিদিন ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে যাবে।

প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন হাত ও পায়ের নখগুলো কেটে ফেলবে।

মাথার চুলগুলো এলোমেলো রাখা যাবে না। সকালে হাতমুখ ধুয়ে জামা কাপড় বদলানোর পর মাথার চুলগুলো চিরুনি দিয়ে ভালভাবে আঁচড়ে নিতে হবে।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : কখন ঘুম থেকে উঠতে হবে?

প্রশ্ন : নিজের জামা কাপড় কি ভাবে রাখতে হবে?

প্রশ্ন : কখন নিয়মিত পড়া লেখা করতে হবে?

প্রশ্ন : হাত ও পায়ের নখ কখন কেটে ফেলতে হবে?

শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) প্রতিদিন ফজরের --------- সাথে সাথেই ঘুম থেকে উঠতে হবে।

খ) খাবার ---------- হাতে খাবে।

গ) মাথার চুলগুলো --------- রাখা যাবে না।

www.pathagar.org

তৃতীয় পাঠ

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও পাক পবিত্রতা

একজন মুসলমানকে যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে, তেমনি পাক পবিত্রতাও রক্ষা করতে হবে। ময়লা কাপড় ধুলে বা শরীর ভাল করে মেজে ঘষে সাফ করলে ময়লা থাকে না। কিন্তু কোন নাপাকি লাগলে জামা-কাপড় বা শরীর নাপাক হয়ে যায়। কাপড়ে নাপাকি লাগলে তিনবার ধুয়ে তিন বারই ভালভাবে চিপে নিতে হবে।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে বিছানা ছাড়ার পরই দুহাত কবজি পর্যন্ত ধোয়া দরকার। তারপর ঐ হাতে অন্য কিছু ধরা উচিত।

ব্রাশ, নিমের ডাল বা অন্য কোন মিসওয়াক দিয়ে ভাল করে দাঁত মাজতে হবে। জিভও ভালভাবে পরিস্কার করতে হবে।

নাপাকি ও গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্য নিচের বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে

দাঁড়িয়ে পেশাব করলে পেশাবের ছিটা কাপড়ে বা গায়ে লাগতে পারে। তাই কখনও দাঁড়িয়ে পেশাব করতে নেই।

নিচু থেকে উচু দিকে পেশাব করলে গড়িয়ে এসে পায়ে বা অন্য কোথাও লাগতে পারে। তাই সব সময় উচুঁ দিক থেকে নিচু দিকে পেশাব করতে হয়।

কিবলার দিকে মুখ করে বা পেছন ফিরে পায়খানা ও পেশাব করা যাবে না।

পায়খানা ও পেশাবের পর পানি দিয়ে নাপাকি ধুয়ে ফেলতে হবে। পায়খানার পর সাবান দিয়ে ভালভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে। পেশাব পায়খানার পর অজু করা উত্তম।

www.pathagar.org

চতুর্থ পাঠ

অজু

অজু অর্থ সুন্দর, পরিস্কার, স্বচ্ছ। নামাযের পবিত্রতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট অঙ্গসমূহ ধোয়া ও মাসেহ করাকে অজু বলে।

অজুর নিয়মাবলী

কোন পরিস্কার পাত্রে পাক-পবিত্র পানি নিতে হবে।

বিসমিল্লাহ বলে প্রথমে দুই হাতের কবজি পর্যন্ত তিনবার ধুতে হবে।

তারপর তিনবার কুলি করতে হবে।

অতঃপর তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক ঝেরে পরিস্কার করতে হবে।

তারপর পুরো মুখমন্ডল তিনবার ধুতে হবে।

অতঃপর প্রথমে ডান হাতের ও পরে বাঁ হাতের কনুই পর্যন্ত তিনবার করে ধুতে হবে।

তারপর হাত পানি দিয়ে ধুয়ে মাথা মাছেহ করতে হবে।

তারপর প্রথমে ডান পায়ের গোড়ালি এবং পরে বাম পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত তিনবার করে ধুতে হবে।

অজুর ফরজ ৪টি

সমস্ত মুখমণ্ডল ধোয়া — কনুইসহ দুই হাত ধোয়া

মাথা মাসেহ্ করা — গিরাসহ দুই পা ধোয়া।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : অজু কাকে বলে?

প্রশ্ন : অজুর ফরজ কয়টি ও কি কি ?

www.pathagar.org

পঞ্চম পাঠ

নামায

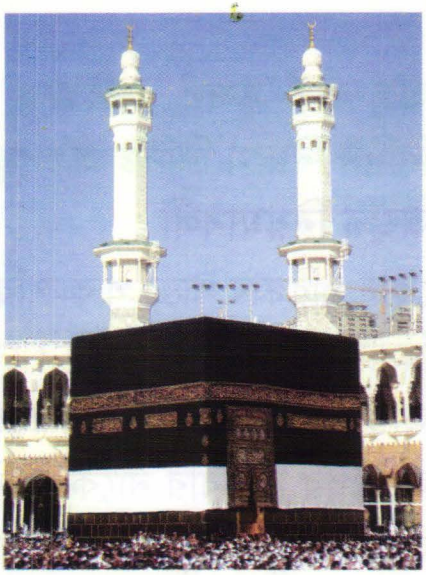

ঈমান আনার পরেই আল্লাহ হুকুম করেছেন নামায আদায় করতে। তাই একজন মুসলিমকে দিনে পাঁচবার নামায আদায় করতে হয়।

ফজর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশা। এ পাঁচওয়াক্ত নামায আমাদের জন্য ফরজ করা হয়েছে।

ফজর ঃ খুব ভোর অর্থাৎ সুবেহ সাদেক থেকে সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত ফজরের নামাযের সময়। ফজরে দুই রাকাআত সুন্নত এবং দুই রাকাআত ফরজ নামায পড়তে হয়।

যোহর ঃ দুপুরে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়লে যোহরের নামাযের সময় হয় এবং প্রত্যেক জিনিসের ছায়া প্রায় দুই গুণ না হওয়া পর্যন্ত সময় থাকে। যোহরের প্রথম চার রাকাআত সুন্নত, তারপর চার রাকাআত ফরজ এবং সর্বশেষ দুই রাকাআত সুন্নত নামায পড়তে হয়।

আসর ঃ যোহরের নামাযের সময় শেষ হলেই আসরের সময় শুরু হয় এবং সূর্য না ডোবা পর্যন্ত থাকে। আসরে রয়েছে চার রাকাআত ফরজ নামায।

মাগরিব ঃ সূর্য ডুবে যাওয়ার পরপরই মাগরিবের নামায পড়তে হয়। পশ্চিম আকাশে লাল আভা যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে। এ সময় প্রথম তিন রাকাআত ফরজ এবং পরে দুই রাকাআত সুন্নত নামায পড়তে হয়।

www.pathagar.org

ইশা ঃ মাগরিবের নামাযের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে ফজরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত ইশার নামায পড়া যায়। তবে ঘুমিয়ে পড়ার আগেই পড়ে নেয়া ভাল। এ সময় চার রাকাআত ফরজ এবং দুই রাকাআত সুন্নত নামায পড়তে হয়।

সালাতুল বিতর ঃ উপরের পাঁচ ওয়াক্ত ছাড়াও বিতরের তিন রাকাআত নামায পড়তে হয়। ইশার নামায আদায়ের পর হতে ফজরের ওয়াক্ত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত বিতর নামাযের সময়। বিতর রাত্রির সর্বশেষ নামায।

বিঃ দ্রঃ ছায়া আসলি (ঠিক মাথার উপর বেলা আসলে প্রত্যেক বস্তুর যে ছায়া হয়) বাদে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া সমপরিমান বা দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের নামাযের সময়। শিক্ষকগণ যোহরের নামাযের সময় সম্পর্কে ভালভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ

প্রশ্ন : একজন মুসলিমকে দিনে কতবার নামায পড়তে হয়?

প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত নামযের নাম কি কি?

প্রশ্ন : কখন যোহরের নামাযের সময় হয়?

প্রশ্ন : সালাতুল বিতর কত রাকাআত?

www.pathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পাঠ

আল কুরআনের কয়েকটি সূরা

سُوْرَةُ الفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝١ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝٢ مٰلِكِ يَوْمِ
الدِّيْنِ ۝٣ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝٤ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيْمَ ۝٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝٦ غَيْرِ
الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ ج وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝٧

শব্দার্থ

اَلْحَمْدُ	সকল প্রশংসা	رَبٌّ	প্রতিপালক
مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ	প্রতিফল দিবসের মালিক	نَسْتَعِيْنُ	আমরা সাহায্য চাই
صِرَاطٌ	পথ	اَنْعَمْتَ	তুমি অনুগ্রহ করেছ
الْمُسْتَقِيْمَ	সঠিক-সোজা	الضَّالِّيْنَ	পথ ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ

বাংলা অনুবাদ

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল জগতের প্রতিপালক, পরম করুণাময় দয়ালু এবং প্রতিফল দিবসের মালিক। আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই নিকট সাহায্য চাই। আপনি আমাদেরকে সঠিক পথ দেখান। তাদের পথ যাদের প্রতি আপনি অনুগ্রহ করেছেন, যাদের উপর আপনার গযব বর্ষিত হয়নি এবং যারা পথহারা হয়নি।

www.pathagar.org

سُوْرَةُ النَّصْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ
فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ؕ
اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

শব্দার্থ

اِذَا جَآءَ	যখন আসবে	يَدْخُلُوْنَ	তারা প্রবেশ করে বা করবে
نَصْرٌ	সাহায্য	اَفْوَاجًا	দলে দলে
اَلْفَتْحُ	বিজয়	فَسَبِّحْ	অতঃপর পবিত্রতা বর্ণনা কর
اِنَّ	অবশ্যই, নিশ্চয়ই	حَمْدٌ	প্রশংসা, গুণগান
		وَاسْتَغْفِرْهُ	এবং ক্ষমা চাও তাঁর নিকট

বাংলা অনুবাদ

১. যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এসে যাবে;

২. এবং (হে রাসূল)! যখন আপনি দেখতে পাবেন যে, মানুষ দলে দলে আল্লাহর দীনে দাখিল হচ্ছে,

৩. তখন আপনার রবের প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা (তাসবীহ) করুন ও তাঁর কাছে মাফ চান; নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী।

www.pathagar.org

سُوْرَةُ الْكَافِرُوْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٢﴾ وَ لَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَآ اَنْتُمْ
عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾

শব্দার্থ

যা কিছু	مَا	আমি ইবাদত করি	اَعْبُدُ
তোমরা	اَنْتُمْ	তোমাদেরকে, তোমাদের	كُمْ
কাফিরগণ, আল্লাহকে অস্বীকারকারীগণ	اَلْكٰفِرُوْنَ	না	لَا
দীন, জীবন বিধান	دِيْنُ	আমি	اَنَا

বাংলা অনুবাদ

১. (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, হে কাফিররা!

২. তোমরা যাদের ইবাদত কর, আমি তাদের ইবাদত করি না।

৩. আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও।

৪. তোমরা যাদের ইবাদত করছ, আমি তাদের ইবাদতকারী নই।

৫. আর আমি যাঁর ইবাদত করি, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী নও।

৬. তোমাদের জন্য তোমাদের দীন, আর আমার জন্য আমার দীন।

www.pathagar.org

سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ﴿٣﴾

শব্দার্থ

اَعْطَيْنٰكَ আমি তোমাকে দান করছি	الْكَوْثَرَ প্রাচূর্য, হাওযে কাউসার
اَلْاَبْتَرُ নিঃসন্তান, শিকড়কাটা	لِرَبِّكَ তোমার প্রভূর

বাংলা অনুবাদ

১. (হে রাসূল!) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে 'কাওছার' দান করেছি।

২. সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্যই নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।

৩. আপনার দুশমনই জড়কাটা (শেকড় কাটা)।

سُوْرَةُ الْمَاعُوْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ﴿٢﴾

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿٤﴾

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿٥﴾ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿٦﴾

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴿٧﴾

www.pathagar.org

শব্দার্থ

খাদ্য	طَعَامٌ	তুমি কি দেখেছ?	اَرَأَيْتَ
মিসকীন, যার কিছুই নাই	مِسْكِيْنٌ	মিথ্যা প্রতিপন্ন করে	يُكَذِّبُ
নামাযীগণ	مُصَلِّيْنَ	প্রতিদান দিবস	دِيْنُ
অমনযোগী, গাফেল	سَاهُوْنَ	ঐ, সেই	ذٰلِكَ
বাধা দেয়, নিষেধ করে	يَمْنَعُوْنَ	ধাক্কা দেয়, কঠোরভাবে সরিয়ে দেয়	يَدُعُّ
ঘরের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ (দা, কুড়াল ইত্যাদি)	اَلْمَاعُوْنَ	পিতৃহীন	يَتِيْمَ
উপরে	عَلٰى	উৎসাহিত করে/অনুপ্রাণিত করে	يَحُضُّ
তারা	هُمْ	যে, যাকে	اَلَّذِىْ

বাংলা অনুবাদ

১. তুমি কি তাকে দেখেছ, যে প্রতিফল দিবসকে (আখিরাতকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করে?
২. ঐ লোকই তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে (তাড়ায়) এবং
৩. মিসকীনের খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না।
৪. অতঃপর ঐ নামাযীদের জন্য ধ্বংস,
৫. যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে অবহেলা করে,
৬. যারা লোক দেখানো কাজ করে,
৭. (এবং) সাধারণ ব্যবহারের জিনিসও অন্যকে দেয় না।

www.pathagar.org

سُوْرَةُ الْقُرَيْشِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِىْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ

وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

শব্দার্থ

رِحْلَةٌ	ভ্রমণ, সফর	اَلْبَيْتُ	ঘর
اَلشِّتَآءُ	শীতকাল	جُوْعٌ	ক্ষুধা
اَلصَّيْفُ	গ্রীষ্মকাল	اٰمَنَهُمْ	তাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে
هٰذَا	এই	خَوْفٌ	ভয়, ভীতি

বাংলা অনুবাদ

১. যেহেতু কুরাইশরা সুপরিচিত হয়েছে–

২. (অর্থাৎ) শীতকাল ও গরমকালে (বিদেশ) সফরে তাদের পরিচিতি হয়েছে,

৩. সেহেতু এ (কাবা) ঘরের মালিকের ইবাদত করা তাদের উচিত।

৪. যিনি তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাবার দিয়েছেন এবং ভীতিকর অবস্থা থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন।

www.pathagar.org

سُوْرَةُ الْفِيْلِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ﴿١﴾ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ
فِىْ تَضْلِيْلٍ ﴿٢﴾ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيْهِمْ
بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ﴿٥﴾

শব্দার্থ

فَعَلَ	করেছে	اَرْسَلَ	তিনি পাঠালেন
رَبٌّ	রব, প্রভু	حِجَارَةٌ	পাথর
اَصْحٰبٌ	মালিকগণ/সাথীগণ	مِنْ	হতে
فِيْلٌ	হাতী	سِجِّيْلٌ	কঙ্কর
تَضْلِيْلٌ	ব্যর্থ করে দেয়া, ভ্রষ্ট করে দেয়া	عَصْفٌ	ভূষি
		كَيْدٌ	চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র

বাংলা অনুবাদ

১. তুমি কি দেখনি, তোমার রব হাতিওয়ালাদের সাথে কী (আচরণ) করেছেন?
২. তিনি কি তাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দেননি?
৩. আর তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠালেন।
৪. যারা তাদের উপর পাকা মাটির তৈরি পাথর ফেলছিল।
৫. এরপর তিনি তাদের (পশুর) চিবানো ভুসির মতো করে দিলেন।

www.pathagar.org

سُوْرَةُ الْهُمَزَةِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ (١) الَّذِىْ جَمَعَ مَالاً وَّعَدَّدَهٗ (٢)
يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ (٣) كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِى الْحُطَمَةِ (٤)
وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْحُطَمَةُ (٥) نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ (٦) اَلَّتِىْ تَطَّلِعُ
عَلَى الْاَفْئِدَةِ (٧) اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ (٨) فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (٩)

শব্দার্থ

وَيْلٌ	আফসোস, ধ্বংস	اَخْلَدَ	চিরস্থায়ী করা
هُمَزَةٌ	পশ্চাতে নিন্দাকারী	حُطَمَةٌ	চূর্ণ বিচূর্ণকারী/হুতামা দোযখ
لُمَزَةٌ	সম্মুখে নিন্দাকারী, তাচ্ছিল্যকারী	اَفْئِدَةٌ	হৃদয়সমূহ
جَمَعَ	জমা করেছে, একত্রিত করেছে	مُؤْصَدَةٌ	আবদ্ধকারী
مُمَدَّدَةٌ	লম্বা, দীর্ঘ	عَمَدٌ	খুটি

বাংলা অনুবাদ

১. ধ্বংস এমন প্রতিটি লোকের জন্য, যে (সামনা-সামনি) ধিক্কার দেয় ও (পেছনে) নিন্দা করে বেড়ায়। ২. যে ব্যক্তি মাল/সম্পদ জমা করে ও গুণে গুণে রাখে। ৩. সে মনে করে যে, তার মাল তাকে চিরস্থায়ী করবে। ৪. কক্ষনো নয়! অবশ্যই এমন জায়গায় তাকে ফেলে দেয়া হবে, যা (ভেঙে) টুকরো টুকরো করে দেবে। ৫. সেই টুকরো টুকরো করার জায়গাটি সম্পর্কে তুমি কী জান? ৬-৭. (সেটা) আল্লাহর আগুন, (যাকে) বেশি করে জ্বালানো হয়েছে; যা অন্তর পর্যন্ত গিয়ে পৌছবে। ৮. নিশ্চয়ই (এ আগুনকে) তাদের উপর ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হবে। ৯. (এ অবস্থায় তা) উঁচু উঁচু থামে (বাধা থাকবে)।

www.pathagar.org

অনুশীলনী

শব্দার্থ লিখ ঃ

رَبٌّ اَنْعَمْتَ اَلضَّآلِّيْنَ اَلْمَتْحُ اَفْوَاجًا

فَسَبِّحْ اِسْتَغْفِرْهُ اَعْبُدُ اَلْكَوْثَرُ وَانْحَرْ

اَبْتَرُ طَعَامٌ مِسْكِيْنٌ سَاهُوْنَ مَاعُوْنُ

رِحْلَةٌ شِتَآءُ اَطْعَمَهُمْ جُوْعٌ خَوْفٌ

اَصْحٰبُ فِيْلٌ تَضْلِيْلٌ طَيْرٌ اَبَابِيْلُ بِحِجَارَةٍ

سِجِّيْلٌ عَصْفٌ هُمَزَةٌ اَخْلَدَهٗ حُطَمَةٌ

اَفْئِدَةٌ مُّؤْصَدَةٌ عَمَدٌ

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : সূরা ফাতিহা আরবীতে লিখ।

প্রশ্ন : সূরা ফাতিহার বাংলা অনুবাদ লিখ।

প্রশ্ন : সূরা কাওসার অর্থসহ আরবীতে লিখ।

প্রশ্ন : সূরা ফীল-এর বাংলা অনুবাদ লিখ।

www.pathagar.org

দ্বিতীয় পাঠ

কয়েকটি হাদীস

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

কাজের ফলাফল নিয়ত বা উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে।

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ

নামায দীন ইসলামের খুটি।

اَلزَّكٰوةُ قَنْطَرَةُ الْاِسْلَامِ

যাকাত ইসলামের সেতু।

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ

রোযা ঢাল স্বরূপ।

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ

জান্নাত মায়ের পায়ের নিচে।

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ

যে মানুষের উপকার করে সেই সর্বোত্তম ব্যক্তি।

خَيْرُ النَّاسِ اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

মানুষের মধ্যে সেই উত্তম, যার চরিত্র সুন্দর।

www.pathagar.org

أَللّٰهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَاكَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيْهِ

আল্লাহ বান্দাকে সাহায্য করতে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।

أَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

সেই প্রকৃত মুসলিম যার কথা, হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে।

تَدَارُسُ الْعِلْمِ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنْ إِحْيَائِهَا

রাত্রির এক ঘন্টা বিদ্যা চর্চা সারারাত জেগে ইবাদাতের চেয়ে উত্তম।

كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ

প্রত্যেকটি ভাল কাজ-ই সাদকাহ বা দান স্বরূপ।

اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

ভাল কথা বলা সাদকা বা দান স্বরূপ।

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বিদ্যার্জন ফরজ।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : জান্নাত কার পায়ের নীচে?

প্রশ্ন : সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?

প্রশ্ন : প্রকৃত মুসলিম কে?

প্রশ্ন : ভাল কথা বলা কি?

প্রশ্ন : প্রতিটি মুসলিমের জন্য বিদ্যার্জন করা কি?

www.pathagar.org

তৃতীয় পাঠ

কুরআনের কয়েকটি দু'আ

মাগফিরাতের দু'আ

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ–

অর্থ ঃ হে আমাদের রব, আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান কর এবং জাহান্নামের শাস্তি থেকে বাঁচাও।

পিতা মাতার জন্য দু'আ

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا–

অর্থ ঃ হে প্রভু, তাদের দু'জনের (পিতা-মাতার) প্রতি দয়া করো, যেমন তারা ছোট বেলায় আমাকে দরদ দিয়ে লালন- পালন করেছেন।

খাবার আগের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অর্থ ঃ পরম করুনাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

খাবার শেষের দু'আ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقٰنَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ ঃ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে খাওয়ান, পান করান এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

www.pathagar.org

জ্ঞান বৃদ্ধির দু'আ

رَبِّ زِدْنِىْ عِلْمًا

অর্থঃ হে প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।

ঘুমানোর পূর্বের দু'আ

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْىٰ

হে আল্লাহ, আমি তোমার নামে মৃত্যুবরণ করছি (ঘুমাচ্ছি) এবং তোমার নামেই জীবত (জাগ্রত) হবো।

ঘুম থেকে উঠার সময়ের দু'আ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَنَا بَعْدَ مَاأَمَتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবিত (জাগ্রত) করেছেন, আর তার দিকেই পুনঃরুত্থিত হতে হবে।

অনুশীলনী

প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখ ঃ

প্রশ্ন : পিতা মাতার জন্য কি দু'আ করতে হয়?

প্রশ্ন : কি বলে খাবার শুরু করতে হয়?

প্রশ্ন : জ্ঞান বৃদ্ধির দু'আ কোনটি?

সমাপ্ত

www.pathagar.org

ছোটদের
ইসলাম শিক্ষা
২